যায়যায়দিন

তারিখ JUN 24 2006
পৃষ্ঠা ১৪ কলাম ২

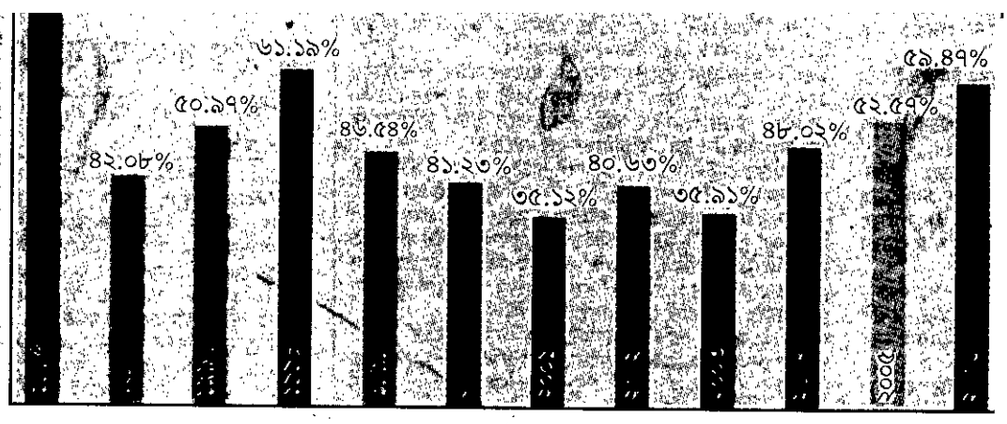

১১ বছরের মধ্যে ভালো ফল

যাযাদি রিপোর্ট

চলতি বছরের এসএসসি পরীক্ষায় ১১ বছরের মধ্যে সবচেয়ে ভালো ফল হয়েছে। পাসের হার জিপিএ-৫ এ দু'দিক দিয়েই এবার ফলাফল ভালো হয়েছে। শিক্ষাবিদ ও শিক্ষকরা বলছেন, নকল কমে যাওয়া ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর পরিবেশ কিছুটা শিক্ষাবান্ধব হওয়ার প্রত্যক্ষ প্রভাব এটি। তাদের মতে পড়াশোনার প্রতি শিক্ষার্থী, শিক্ষক ও অভিভাবকদের এ ইতিবাচক মনোভাব ধরে রাখা গেলে সার্বিক শিক্ষার মান আরো বাড়বে।

গত ১২ বছরের এসএসসি পরীক্ষার ফলাফল বিশ্লেষণ করে দেখা গেছে, এর মাঝে দু'বার ফলাফলে ধস নামে। ১৯৯৬ সালে ধস নামে। পাসের হার ছিল ৪২ দশমিক ৮। ১৯৯৫ সালে ছিল ৭২ দশমিক ২৫। ১৯৯৭ সালে পাসের হার বেড়ে দাঁড়ায় ৫০ দশমিক ৯। ১৯৯৮ সালে তা আরো বেড়ে হয় ৬০ দশমিক ১৯। এর পর এ পর্যন্ত কোনো বছরই পাসের হার ৬০ শতাংশের ওপরে উঠতে পারেনি। ১৯৯৯ সালে পাসের হার কমে গিয়ে দাঁড়ায় ৪৬ দশমিক ৫৪-তে। ২০০০ সালে আরো কমে মাত্র ৪১ দশমিক ২৩ শতাংশ পরীক্ষার্থী পাস করে। ২০০১ সালে আবারও ধস নামে। ওই বছর মাত্র ৩৫ দশমিক ১২ পরীক্ষার্থী পাস করে। সংশ্লিষ্টদের মতে গ্রেডিং সিস্টেম চালু এবং নকলের বিরুদ্ধে কড়াকড়ি আরোপ করায় পাসের হার ব্যাপকভাবে কমে যায়। শূন্য পাসের হারের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা বেড়ে যায়। ২০০২ সালে পাস করে ৪০ দশমিক ৬৩ শতাংশ। ২০০৩ সালে পাসের হার ছিল ৩৫ দশমিক ৯১ শতাংশ। ২০০৪ সালে ৪৮ দশমিক ২ শতাংশ এবং ২০০৫ সালের ৫২ দশমিক ৫৭ শতাংশ পরীক্ষার্থী পাস করে।

শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী আনম এহছানুল হক মিলন বলেন, এবারের রেজাল্টের মাধ্যমে প্রমাণিত হলো নকল করে জিপিএ-৫ পাওয়া যায় না। পাসের হারও বাড়ে না। এবার পাসের হার বেড়েছে। নকল কমেছে। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পড়াশোনার পরিবেশ ফিরে এসেছে। এছাড়া এবারও চতুর্থ বিষয়ের নাম্বার যোগ করায় ফলাফল ভালো হয়েছে। এটিও পাসের হার বাড়ার অন্যতম একটি কারণ। তবে অবশ্যই শিক্ষার্থীরা পড়াশোনায় অধিক হারে মনোযোগী হয়েছে। অভিভাবকদের সচেতনতা বেড়েছে। শিক্ষকদের জবাবদিহিতা বেড়েছে। নির্বাচনী পরীক্ষায় কড়াকড়ি আরোপ করা হয়েছে। অযোগ্য কোনো পরীক্ষার্থীকে পরীক্ষায় অংশ নেয়ার সুযোগ দেয়া হয়নি। এবারের সার্বিক ফলাফল সম্পর্কে কুমিল্লা বোর্ডের চেয়ারম্যান প্রফেসর মোঃ ইউসুফ বলেন, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে। শিক্ষার্থীরাসহ সবাই নানাভাবে চেষ্ট করছে ভালো ফলাফলের জন্য। গ্রামেগঞ্জে সুবিধা বঞ্চিত এলাকায় রেজাল্ট ধীরে ধীরে ভালো হচ্ছে।

২০০১ সাল থেকে গ্রেডিং সিস্টেম চালু করা হয়। সেবার মাত্র ৭৬ জন পরীক্ষার্থী জিপিএ-৫ পেয়েছিল। ২০০২ সালে পায় ৩২৭ জন ২০০৩ সালে পায় এক হাজার ৩৮৯ জন। ২০০৪ সাল থেকে জিপিএ-৫ পাওয়ার সংখ্যা বাড়তে থাকে। এ বছর এ সংখ্যা একলাফে বেড়ে গিয়ে দাঁড়ায় আট হাজার ৫৯৭ জনে। গত বছর পেয়েছিল ১৫ হাজার ৬৭১ জন। এবার পেয়েছে ২৪ হাজার ৩৮৩ জন।

সংশ্লিষ্টদের সঙ্গে কথা বলে জানা গেছে, গত বছর থেকে পাসের হার শূন্য এমন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর এমপিও স্থগিত বা বাতিল করা শুরু করে মন্ত্রণালয়। এর পর অনেক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সচেতন হয়ে ওঠে। যদিও এবার সাত বোর্ডের মধ্যে তুলনামূলকভাবে সবচেয়ে ভালো ফলাফল করেছে চট্টগ্রাম বোর্ডের পরীক্ষার্থীরা। পাসের হার সবচেয়ে বেশি ৬৩ দশমিক ৮৭ শতাংশ। চট্টগ্রাম বোর্ডের চেয়ারম্যান এজেএম শহীদুল্লাহ বলেন, বোর্ড সার্বক্ষণিকভাবে পর্যবেক্ষণ করেছে। নির্বাচনী পরীক্ষায় কড়াকড়ি আরোপ করা হয়েছে। অযোগ্যরা আগেই ঝরে গেছে। স্কুলগুলোরও সচেতনতা বেড়েছে। এগুলোই ভালো ফলাফলের কারণ।

ভালো ফলের পাশাপাশি সাত বোর্ডে বহিষ্কৃতের সংখ্যাও কমেছে। এ বছর এক হাজার ২৯১ জনকে বহিষ্কার করা হয়েছে। ১৯৯৯ সালে ২৮ হাজার ২শ' জন, ২০০০ সালে ৩৮ হাজার ৪শ' জন, ২০০১ সালে ৪০ হাজার ৪শ' জন, ২০০২ সালে ৩৫ হাজার ৯৭০ জন, ২০০৩ সালে ১৩ হাজার ২১৭ জন, ২০০৪ সালে ৩ হাজার ৩৮১ জন ও ২০০৫ সালে ১ হাজার ৭৪৬ জন পরীক্ষার্থীকে নকলের দায়ে বহিষ্কার করা হয়।

এছাড়া এবারের এসএসসি পরীক্ষার উল্লেখযোগ্য দিক হচ্ছে সবচেয়ে কম সময়ে পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশ করা হয়েছে। মাত্র ৭৬ দিনে প্রকাশিত হয়েছে এবারের ফলাফল। নিকট অতীতে এতো কম সময়ে পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশিত হয়নি। প্রতিবারই ৯০ দিনের বেশি সময় লাগে ফলাফল প্রকাশিত হতে। পাবলিক পরীক্ষা আইন অনুসারে ৯০ দিনের মধ্যে ফল প্রকাশ করতে হয়। তবে উত্তরপত্র মূল্যায়নে শিক্ষকদের গড়িমসি এবং বোর্ডের বিভিন্ন ধরনের অহেতুক জটিলতার কারণে প্রতিবারই ফলাফল প্রকাশে দেরি হতো। গতবার ৯২ দিনে প্রকাশিত হয়েছিল